দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

নিষিদ্ধ নোটবই প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে

রেজাউর রহমান ॥ নোটবই নিষিদ্ধ। অথচ দেশের সর্বত্র খোলাবাজারে প্রকাশ্যে নোট বই বিক্রি হচ্ছে। কোথাও কোথাও পাঠ্য বইয়ের সংকট সৃষ্টি করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নোট বই কিনতে (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

নিষিদ্ধ নোটবই

(১ম পৃঃ পর)

বাধ্য করা হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের অনেক স্থানে বইয়ের লাইব্রেরীতে সরাসরি বলা হচ্ছে নোট বই ছাড়া মূল বই পাওয়া যাবে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের নোট বই সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। ক্লাসে পড়াবনার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। অথচ প্রথম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্য বইয়ের একাধিক নোট বই বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। মাধ্যমিক শাখার ৬৩টি পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য একাধিক লেখকের নোট বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। মূল বইয়ের চেয়ে নোট বইয়ের দাম বেশি। গতকাল বৃহস্পতিবার নগরীর একাধিক এলাকায় বইয়ের দোকান ঘুরে দেখা গেল অত্যন্ত চতুর কায়দায় মূল বইয়ের সাথে নোট বই জুড়ে দেয়া হচ্ছে। একটি দোকানে দেখা গেল মূল বই বিক্রি করার চেয়ে নোট বই বিক্রয়ে আগ্রহ বেশি। একজন বিক্রেতা বললেন- অনেক ছাত্র-ছাত্রী আসে যাদেরকে নোট বই কেনার কথা বলতে হয় না। তারা নিজেরাই নোট বই চায়। কেউ কেউ শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে জানায়, স্যার অমুক লেখকের অমুক নোট বই কিনতে বলেছেন। কেউ কেউ অভ্যাসবশতঃ নোট বই কেনে। ফলে বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও পাঠ্য বইয়ের নোট বই প্রকাশ ও বিক্রির বিশাল নেটওয়ার্কে অনেক প্রকাশক এখন দারুণ ব্যস্ত। স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অনেক শিক্ষক নোট বই লিখছেন। আবার লেখক তালিকায় বিখ্যাত কারো নাম জুড়ে দিয়ে নোট বই প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে ভুলে ভরা, অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত নোট বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে চলে যাচ্ছে। নোট বই কেনার সুযোগ পেয়ে স্কুলের উপর ক্লাসের অনেক ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে নিয়মিত হাজিরা দেয়ার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সৃজনশীল বই প্রকাশনায় জড়িত বাংলাবাজারের একজন নামকরা প্রকাশক বললেন, নোট বই নিষিদ্ধ অথচ বছরের পর বছর ধরে প্রকাশ্যে সারাদেশে নোট বই বিক্রি হচ্ছে। বছরের শুরুতে নোট বই বিক্রির হিড়িক লাগে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দেখেও না দেখার ভান করে।